অক্ষর

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আকাশ

দিগন্ত

উত্তরবসন্ত

ইশারা

নির্জনপ্রহর

নির্জনস্বাক্ষর

আশ্রম-কথা

অক্ষর

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রী পরমানন্দ সরস্বতী



শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম

প্রথম সংস্করণ : ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৭২
১২ আগষ্ট, ১৯৬৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : রাস পূর্ণিমা ১৩৭২

প্রকাশক : শ্রীঅমরানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম
পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা, বংগদেশ
ও কামাখ্যা, কামরূপ, আসাম

মুদ্রক : শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
১৭, হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী অংকিত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম, কামাখ্যা, আসাম। কামালগাজী, ২৪ পরগণা, বঙ্গদেশ। এবং শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দৈত্যারি (মেডিক্যাল অফিসার, চীনামারা চা বাগান, জোড়হাট, আসাম।) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চৌধুরী (ডেপুটি পুলিশ সুপার, বাবু পাড়া, ইম্ফল, মণিপুর) শ্রীযুক্ত তরণী চৌধুরী (৯৫ বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) ও শ্রীযুক্ত কালিদাস সেনশর্মা (সোনাতোর পাড়া, সিউড়ি, বীরভূম)—এঁদের গৃহে অবস্থান কালে,—১৩৭২ শালের আশ্বিন থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে 'অক্ষর' গ্রন্থখানি রচিত। পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের স্থান শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম, কামাখ্যা, আসাম। দেবী পক্ষ ১৩৭২ শাল।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলো। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত অমিয় চৌধুরী মহাশয় ২য় খণ্ড প্রকাশের ব্যয় ভার অযাচিত ভাবে বহন করেছেন। দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রচুর পরিশ্রম করে মাত্র চারদিনে প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার নাথ। ভগবান বিজয়কৃষ্ণ এঁদের কল্যাণ করুন।

যিনি অগোচরে থেকে সমস্ত আয়োজন করেন—আমরা তাঁর চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ নিবেদন করছি। এবং তাঁর প্রিয় সাধুভক্তগণের চরণে জানাচ্ছি প্রণাম। তাঁরা আমাদের সহায় হোন।

গোপাষ্টমী, কার্তিক
১৩৭২

শ্রীঅমরানন্দ ব্রহ্মচারী

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৭৩

বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৬

উৎসর্গ

লীলাবতী দাস, মহালক্ষ্মী দেবী, প্রতিমা দাশ
কৃষ্ণভাবিনী দাস, ভক্তি রায়চৌধুরী
জ্যোতি চৌধুরী, সুরীতি চৌধুরী

মাতৃরূপা বিদ্যাশক্তির করকমলে—

মানুষ শুধু পেতে চায়, নিতে চায়—দিতে চায় কজন ? তোমরা তাঁর দুয়ারে জ্বালিয়ে দিয়েছো ভক্তিদীপ, বহুকে দিয়েছো সেবার অমৃত—শান্তি ছড়িয়েছো ঘরে, বাইরে আলো—এক মহৎ আদর্শের আলো হাতে নিয়ে তোমাদের শুরু হয়েছে যাত্রা—পবিত্রতার পথে, বহুজন পেয়েছে তোমাদের কাছ থেকে, আমি পেয়েছি প্রচুর,—আজ এই গ্রন্থখানি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। তোমাদেব মহৎ দানকে স্বীকৃতি দেবার জন্য নয়,—আমি কিছু দিতে পেরে ধন্য হলাম।

অপ্রকট শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর বাণী

"মা, পরমানন্দকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে বলো,— দ্বিতীয় সংস্করণের কবিতাগুলি * পাঠে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলাম। দেশের এই দুর্দিনে সাধক সন্তদের তপস্যালব্ধ শক্তিই দেশকে রক্ষা করবে। পরমানন্দর মধ্য দিয়ে এই সব ভগবৎবাণীর স্ফুরণ হচ্ছে। এমন দিন আসবে তখন এই সব বাণী নর-নারীকে মোহমুক্ত করবে, সত্যের পথে নিয়ে যাবে, মানুষ আলো দেখতে পাবে। যখনই পৃথিবী অসুর দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, ভগবৎ-শক্তি নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে সেই দুর্যোগ দূর করেন। এই সব বাণীতেও ভগবৎ-শক্তি কাজ করবে, এ সব বেদের বাণী।"

* মা-মণির (শ্রীযুক্তা সরোজিনী মিত্র) নিকট থেকে প্রাপ্ত।

সত্য জ্বলে ধূর্জটির
অগ্নিনেত্র সম,
নাশ করে অমঙ্গল
অন্তরের তম॥

১

প্রেম জেবলে দেয় ধূলোর প্রদীপে
অমর আলোর শিখা,
রূপে ও অরূপে বিশ্বরূপকে
চরাচরে যায় দেখা ॥

২

দিব্য জীবনের আলো
ধর্ম করে দান,
সীমা অসীমের মাঝে রচে
আলোর সোপান,
আনন্দ অমৃতে করে স্নান
দেহ মন প্রাণ ॥

৩

সুখ-দুঃখ যেন তারা
 দুই ভাই-বোন,
সুখ যত বাড়ে
 তত বাড়ে
 দুঃখের দহন ॥

৪

সত্য জ্বলে ধূর্জটির
অগ্নিনেত্র সম,
নাশ করে অমঙ্গল
অন্তরের তম ॥

৫

জানি প্রভু বইছো তুমি সকল বোঝার ভার,
শক্তি শুধু হয়নি তুলে তোমার হাতে দেবার—
তাই ফুরায় না দিন
দুখের বোঝায় ন্যুব্জ হয়ে চলার ॥

৬

কামকেলি আনে ক্লান্তি ক্ষয়,
প্রেম সহস্র রজনী দহে
রেখে যায় আনন্দের
অমর সঞ্চয় ॥

৭

পঞ্চভূতের গড়া বাড়ি
ছ'জন করে বাস—
ঘর ভাঙে মন ভাঙে তারা
ঘটায় সর্বনাশ।
ঘরের খেয়ে পরের
হিত চায়,
মরে তাঁরা প্রেমের রসে
জ্ঞানের শলাকায় ॥

৮

যে ভুলকে ভয় করে,
সে হয় না বারবার
ভুলের শিকার,
ঈশ্বরে যার ভয়—
তাকে গ্রাস করে না
পাপের অন্ধকার ৷৷

৯

যার মনে সর্ব্বদা
সুখের চিন্তার চিতা জ্বলে,
সুখ হয় তার পর
ধর্ম্ম যায় তার রসাতলে॥

১০

নামে মন হয় আলো
প্রাণ হয় গান,
প্রেমের আনন্দ ধারায়
দেহ মন
করে পুণ্যস্নান ॥

১১

বহুর প্রাণেতে হ'লে
প্রাণের মিলন,
ছিন্ন হয় জীবনের
মায়ার বন্ধন ॥

১২

সৃষ্টির আড়ালে সদা
রহেন বিধাতা,
তাই তাঁর এত রূপ
এত বিপুলতা ॥

১৩

নামে দেহ হয় দিব্যধাম
প্রাণ মধুক্ষরা গান,
আত্মা হয় আলো—
আলোর নির্ঝরে করে স্নান ॥

১৪

যে রাখে না অন্যের খবর, তার হৃদয়
ঢাকা পাথরে।
যে নিজের খবর রাখে না, তার জীবন
অন্ধকারে ঢাকা পড়ে॥

১৫

দেহের দেউলে যেখানে অহেতু
প্রেমের আসন পাতা,
রতি বিরতির মধুর মিলনে
নারী সদা বন্দিতা—
মার-বিমোহন মদনমোহন
তারে দেন অমরতা ॥

১৬

অংগরাগ
ঈশ্বর-অনুরাগকে
করে ম্লান,
অন্ধকারে ঢাকে
অমৃত প্রাণ ॥

১৭

সত্য চলে তমোহর
দীপ্ত আলো হাতে,
সিদ্ধি সেবকের মত
পশ্চাতে পশ্চাতে ॥

১৮

দীনতা অন্তরে জ্বালে
অনির্বাণ অমৃত আলোক,
দম্ভের দেয়াল রচে
নরকের অন্ধ নিরালোক ॥

১৯

দিন রাত্রি মাসকে বাদ দিয়ে
যেমন বর্ষ গণনা,
ধর্মকে বাদ দিয়ে তেমনি
শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা ॥

২০

নাম করে সুদুর্লভ
প্রেম-ভক্তি দান,
সর্ব দুঃখ করে নাশ
মুক্ত করে প্রাণ ॥

২১

অহংকার-ছিদ্র পাত্রে
অমৃত না রহে,
উদ্ধতের দম্ভ-চূড়া
বহু তাপে দহে ॥

২২

সংসার যখন করে,
কঠিন বঞ্চনা,
সখা বলে তখন তোমারে চিনি
তব নাম দেয় প্রাণে
গভীর সান্ত্বনা ॥

২৩

যেখানে অনেক আড়ম্বর
সেখানে বড় সংকীর্ণ
অন্তরে প্রবেশের পথ,
সেই মায়ায় ঘেরা
মনের বাইরে থাকে
জগন্নাথের রথ ॥

২৪

বিলাসীর ভালোবাসা
স্বপ্নের মতন,
ক্ষণকালের মায়া—
নয় চিরকালের ধন ॥

২৫

নাম এক হিরণ্ময় পাখি—
অমূল তরুর শাখে
ফোটায় আলোর ফুল,
আনন্দ-প্রভাত আনে ডাকি ॥

২৬

নারীর হৃদয়,
বৈরাগ্যে বশ হয়॥

২৭

রহস্যের রাজ্য নারীর মন,
রাত্রির অন্ধকার নদীর মতন॥

২৮

বহু ভাষণে মন হয় ঘোলা,
তার তেজ হয় হ্রাস।
মৌনতা মনের রবি—
ভাবের ও জ্ঞানের
করে প্রকাশ ॥

২৯

নামের রসে সরস হ'লে,
মনে সোনার ফসল ফলে ৷৷

৩০

ভোগের তাপে হৃদয় শুকায়,
দুখের তাপে হৃদয় গলায় ৷৷

৩১

প্রেমমুগ্ধ মন কুরে বাঞ্ছিতের তরে
বহু বেদনা বরণ,
মায়ামুগ্ধ এখানে ওখানে করে
সুখ অন্বেষণ ॥

৩২

কু-অভ্যাস মরণ-ফাঁস,
ঘটায় যত সর্বনাশ ॥

৩৩

শরীরে মানুষ সকল,
মনে মানুষ বিরল ॥

৩৪

নিরন্তর যে বাস করে নামের
আলোর মন্দিরে,
দুঃখের আঁধার তার দ্বার থেকে
দুঃখ নিয়ে ফিরে ॥

৩৫

মন হাঁটে মনে মনে
কথা হাঁটে কানে,
শূন্যে ভর দিয়ে হাঁটে
নিন্দা সবখানে ॥

৩৬

মাটি পাথরের ঘোড়া
মেলে না আকাশে পাখা,
শত মিথ্যার মায়াদীপ জ্বেলে
শান্তির দিকদেশ
কখনো যায় না দেখা ॥

৩৭

আমি নিয়ে গর্ব করি যত
আপনার অধিকার তত খর্ব করি,
আমির আড়াল গেলে ঘুচে
আত্মা জাগে বিমোহন বিশ্বরূপ ধরি ॥

৩৮

অস্থির মন অস্থির কারাগারে
দিনরাত মাথা কোটে,
জানে না ঘরের খবর—
ঘটাকাশে কোথা প্রাণ-সূর্যের
অমৃত আলোক ফোটে ॥

৩৯

প্রেম যত মুক্তি দেয়,
অচ্ছেদ্য বন্ধন
অন্তরে অন্তরে রচে
অনন্ত মিলন ॥

৪০

একাকী আঁধারে—
যে ফুল ফোটাও তুমি,
সেই নিয়ে করে
গর্ব এ বনভূমি ॥

ঈশ্বরের দয়ার দান নিয়ে আমরা গর্ব করি—সবই দাবী করি বলে তাঁর কথা ভুলে থাকি।

৪১

দুঃখের গভীরে থাকে
    দুঃখের সান্ত্বনা,
দেখা যায় দিশারীর মুখ
    দুঃখের আলোকে,
চেনা যায় চলার নির্ভুল পথ
    পেঁীছি শান্তি সূর্যালোকে ॥

৪২

আকাশ ধূলোয়
ঢাকে ক্ষণিকের তরে,
নিন্দার ধূলো
লেগে রয় অন্তরে,
সে আঁধারে পাপ
শয়তান একা ঘোরে ॥

৪৩

মৃত্যু—
জীবন থেকে
নবজীবনে
উত্তরণের সেতু ॥

৪৪

মাটি দিয়ে গড়া দেহ
মায়া ঘেরা মন,
মহতেরও হতে পারে
স্খলন পতন,
সে-ই পাপী
যে নানা ছলনায়
আপনার কৃতকর্ম
ঢাকা দিতে চায় ॥

৪৫

শ্রদ্ধার আলো নিভে গেলে
সে দেখতে পায় না ঈশ্বরের মুখ,
যা মহৎ—তার অনেক কিছুই
তার কাছে মনে হয় মূল্যহীন,
যা মূল্যহীন,—তাই নিয়ে কাটে তার দিন।।

৪৬

আপনি রেখেছ করে
আপন পূজার আয়োজন,
অনন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ সৃষ্টির অঙ্গন,—
আমরা যা দেই তাহা অকিঞ্চিৎকর
সেও তব ধন—
এ দিয়ে তোমারে ঋণী করিবারে চাই
অশেষ পাওয়ার দাবী অন্তরে জানাই॥

৪৭

অনিত্য সুখের পুঞ্জ
অক্লান্ত যে করে আহরণ,
মৃত্যুর মন্ত্রণা তার
ব্যর্থ করে বারবার
যত আয়োজন ॥

৪৮

অবিশ্বাসী অবিরাম
অনিশ্চিত অন্ধকারে ঘোরে,
আস্তিক বাঁচার অমৃত
খুঁজে পায় আপন অন্তরে ॥

৪৯

যে শুনতে পায় নিভৃত অন্তরে
মৃত্যুর পায়ের ধ্বনি
দেখে তার ধূসর নির্জন মুখ,
মায়া তার ঘর ছাড়ে,
বাহির দুয়ারে থাকে
স্তব্ধ নতমুখ ॥

৫০

আমারে যখন ভালোবাসি
অন্তর অতলে ডুবে যাই,
তোমারে মোহনরূপে
সে গহনে দেখিবারে পাই॥

৫১

অভক্তের বাড়ে ক্লেশ
দুঃখের প্রহারে;
মায়া আবরণ টুটে
মোহমুক্ত ভক্ত দেখে
অন্তরে তোমারে ॥

৫২

অভিমান শূন্য মন
অনন্তের বিহার-অংগন,
পদ পাতে তাঁর—
সেইখানে নিত্য ফোটে
আনন্দ-মন্দার ॥

৫৩

পাপিষ্ঠের পা
দাঁড় ভাঙা না।
কেবল ঘোরে
পাপের ভরে।
কাদা ছড়ায়
শান্তি সুখের
শাস্ত্র-কথায় ॥

৫৪

সুখান্বেষী স্বার্থে যত
রচে ক্ষুদ্র সীমা
সে আড়ালে অবিরল
অন্ধকার পুঞ্জ হয় জমা ॥

৫৫

একমাত্র ভক্তের হৃদয়
আনন্দের উদার উদ্যান,
আর্তের শান্তির আশ্রয়
কৃষ্ণের নিত্য-লীলাস্থান ॥

৫৬

অনিন্দ্য আনন্দরূপে
নারী যবে বাস করে
পতির অন্তরে,
প্রেমে ধন্য হয় দুই জন
—স্বর্গ নামে এ মাটির ঘরে ॥

৫৭

যা সুন্দর ও শোধন করে মন
ধর্ম বলি তারে—
বাস করে সত্যের গভীরে,
আত্মার গুহায়—
জ্যোতির্ময়রূপে তার
অন্তরের রজনী পোহায় ॥

৫৮

যে জন জপে শ্বাসের মালা,
তার কি থাকে জীবন-জ্বালা ?
ছয় কুটিরের খোলে দুয়ার,
গোপনপুরের ঘোচে আঁধার ॥

৫৯

এক পথ রুদ্ধ হলে দুঃখ আসে
অন্য পথ ধরে,
অমিত নামের শক্তি, নামের প্রসাদে
সর্ব দুঃখ হরে ॥

৬০

সুখে বাঁড়ে ভোগ,
দুঃখে বাড়ে যোগ ॥

৬১

ভোগে হয় যোগ-এর বিয়োগ,
বাড়ে মনের বিকার, বিষয়-রোগ ॥

৬২

যে মরে, সে স্মৃতি হয়ে বাঁচে
কিন্তু যে মন থেকে যায় মরে
সে বেঁচে থেকেও থাকে
অনেক—অনেক দূরে ॥

৬৩

বহির্মুখী যাদের মন
বিলাস-ব্যসনের যারা বশ—
ওরা মানুষ হয় না,
হয় রঙ-করা মুখোশ ॥

৬৪

দেহের মিলনে হয় দেহের সৃষ্টি,
—সে হয় এক ক্ষুদ্র মানুষ;
আর পবিত্র প্রেমের মিলনে
জন্ম নেয় উজ্জ্বল প্রাণ,
অমৃতের সন্তান ॥

৬৫

অগ্নি নিভে গেলে পরে
স্তব্ধ হয় সৃষ্টির স্পন্দন,
দুঃখের উত্তাপ গেলে
ব্যর্থ হয় সমস্ত জীবন ॥

৬৬

সকল পাপ-তাপ মুছে গেলে
নামের অমৃতে,
ঈশ্বরের পায়ের ছাপ পড়ে
মনের নিভৃতে ॥

৬৭

ইন্দ্রিয় তর্পণে
আত্মার অসুখে,
ঈশ্বর বিমুখতা
বাসা বাঁধে বুকে ॥

৬৮

বহুমুখী দুঃখের পথ
রোধ হয় না ধনে,
দুঃখ পায় না দুয়ার খোঁজে
নামাঙ্কিত মনে॥

৬৯

যে অন্তরে খাঁটি সোনা,
স্বভাবে মাটির মতন,
সে পায় মানুষের মনে
দেবতার অমর আসন॥

৭০

যেখানে দীপের আলো জ্বলে
সেখানে থাকে না অন্ধকার,
যে মনে নামের আলো জ্বলে
সে হয় না মায়ার শিকার॥

৭১

দৈন্যের ভূষণে যবে
আপনারে ঢাকি,
ঈশ্বর ললাটে দেন
জয়টীকা আঁকি ॥

৭২

মহিষ আরাম খোঁজে
ঘোলা জলে
পংকিল ডোবায়,
বিষয়ীর মন রয় মজে
অনিত্য বস্তুর পঙ্কে,
তার পিপাসায় ॥

৭৩

যার কোন চাওয়া নেই
রহে তার তরে,
শ্রদ্ধার আসন পাতা
সবার অন্তরে ॥

৭৪

কোনখানে চির রাত্রির
অন্ধকার ?
স্বার্থের প্রাচীরে ঘেরা
মন যার ॥

৭৫

মোহমুগ্ধ কাণাকড়ি
খোঁজে নিরন্তর,
দেখে না সম্মুখে তার
অনির্ণীত অন্ধকার
মৃত্যুর গহ্বর॥

৭৬

দুঃখদীপ্ত মুহূর্তের
মানিময় আলো,
নিঃশেষে মুছিয়া নেয়
অন্তরের কালো ॥

৭৭

ঈর্ষার সুতীব্র অনল
দগ্ধ করে প্রাণ,
প্রেম দেয় জয়
গৌরব মহান॥

৭৮

আজ যা আছে
কাল তা নেই—
এই সত্য যে জানে
বিচলিত হয় না সে—
সুখের অভাবে,
দুঃখের আবির্ভাবে॥

৭৯

মহত্বের বীজ
অংকুরিত হয় নাই
অন্তরে যাহার,
সেই মূঢ়,—
করে শুধু মহতের
মূল্য অস্বীকার ॥

৮০

মনের সাপ
পাপের ছাপ
দুই থাকে না ঢাকা,
চোখে মুখে
স্পষ্ট হয় আঁকা ॥

৮১

সংসারের হাটে—
যে বিনা মূল্যে
কিছু পেতে চায়,
প্রতারিত ভিক্ষুকের মত
শূণ্য হাতে নেয় সে বিদায় ॥

৮২

আনন্দের পদ্ম ফোটে
প্রেমের মৃণালে,
দুর্বিসহ নরকাগ্নি
হিংসা প্রাণে জ্বালে ॥

৮৩

আনন্দ বাঁটার অগ্নি—
উৎসব ইন্ধন,
আনন্দের উৎস গেলে মজে
বিষাদের মূর্তি মনে
ঘোরে অগণন—
ব্যস্ত হাতে মোছে
প্রাণ-সূর্যের কিরণ ॥

৮৪

মিলনে কাছের মানুষ
রহে বহুদূরে.
বিরহে দূরের মানুষ
স্মৃতি হয়ে অন্তরের
রহে শূন্যপুরে ॥

৮৫

রোগ শোক দারিদ্রের দাহ হোক
যতই নিষ্ঠুর,
সেই মত সাথে আছে
সান্ত্বনা মৃত্যুর ॥

৮৬

মন দুরন্ত অশ্ব
 যদি হয় সে বশ্য
করে সে দিগ্বিজয়—
বহন করে সে আনে
 ব্যথা মন্থিত অমৃত
 আর আনন্দ অক্ষয় ॥

৮৭

ইন্দ্রিয়ের মায়াপথে
যে চতুর খোঁজে
আনন্দ প্রচুর,-
সে অভাগা হয় ঘৃণ্য
শিকার মৃত্যুর ॥

৮৮

ইমারতের দেয়াল গড়ে ওঠে অনেক প্রয়াসে
মুহূর্তে তা ভাঙা যায়,
এই দেয়াল গড়ে অল্পক্ষণে,
অভিমান অহংকার যার নাম—
কিন্তু ভাঙে তা বহু সাধনে,
কারো ভাঙে না সারা জীবনে, বহু থেকে প্রাণ
আনন্দ থেকে অন্তর সর্বদা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে
এক উদ্ধত দৈত্যের মত পরাজ্ঞান পরাভক্তি
শক্তিকে প্রবল হাতে আড়াল করে রাখে ॥

৮৯

ঈশ্বরের আলো নিভে গেলে অন্তরের গুহায়
দুরন্ত রিপু জন্তুর মত গা ঢাকা দিয়ে রয়,
একটু সুযোগ পেলেই দয়াহীন ধারালো দাঁতে
তীক্ষ্ম নখে হৃদয়কে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়,—
বিপন্ন করে অস্তিত্ব, বহুভয় মনকে তাড়ায় ॥

৯০

অন্যের পায়ে পায়ে যে চলে
আনন্দের রাজ্য থেকে সে থাকে বহুদূরে,
ঋষিদের পদাঙ্ক যে করে অনুসরণ
সে অনায়াসে প্রবেশ করে 'তাঁর' অন্তঃপুরে ॥

৯১

মাছির মত অসংখ্য কামনা
যাদের অন্তর আবৃত করে রাখে,
এরা সত্যকে দেখে না, জানে না—
ইন্দ্রিয় সুখই এদের অবলম্বন,
ঈশ্বরের ডাক সাড়া জাগায় না প্রাণে,
এরা মজে থাকে রক্ত মাংসের ঘ্রাণে ॥

৯২

আলোর পথে গা-ঢাকা দিয়ে চলা যায় না
কিন্তু অবারিত তার পথ — সে পথে
পেঁছা যায় আনন্দের গোপনপুরে,
অন্ধকারের পথে গা ঢাকা দিয়ে চলা যায়,
কিন্তু এ পথ বড় কুটিল-পিচ্ছিল
—এ পথে যাওয়া যায় না বেশি দূরে ॥

৯৩

বিপদে যা দেয় না অভয়,
সংযত রাখে না সম্পদের সময়
মনের নিরালায়, বাইরে পথ চলায়
সত্যের আলো জ্বালে না
সে বিদ্যা অকাজের আবর্জনা ॥

৯৪

নাম প্রাণে ছড়ায়
আলোর পূর্ণিমা,
সামান্যকে দেয়
অসামান্যের মহিমা ॥

৯৫

বিষয়ের স্পর্শে মানুষ হয় শ্রীহীন, মলিন—
দিনে দিনে তার মনের চেহারা এমন বদলায়
শেষে তাকে আর মানুষ বলে যায় না চেনা।
—ঈশ্বরের স্পর্শে জীবন হয় সোনা ॥

৯৬

যার নেই ধর্মভয়,
বহু ভয় তাকে করে গ্রাস;
সে মহাভয়ের রাজ্যে
দিনরাত করে শুধু বাস ॥

৯৭

মেঘ সরে বাতাসে
দুশ্চিন্তার ছায়া সরে,
--ঈশ্বর-বিশ্বাসে ॥

৯৮

অধর্মের তিমিরে আচ্ছন্ন অন্তর,
আফ্রিকার জংগলের চেয়েও ভয়ংকর,
কেননা তা থাকে দৃষ্টির অগোচর ॥

৯৯

আহারের দোষে যত
বিকার ঘটায়,
রিপুর দাসত্ব করি
বৃথা দিন যায়॥ *

---

* ছান্দগ্য উপনিষদে আছে, আহারের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা মন গঠিত হয়। উচ্ছিষ্ট আহারে অপরের পশুভাব অন্তরে সঞ্চারিত হয়। গীতায় আছে, সাত্ত্বিক আহারে আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়; ঈশ্বরে মতি হয়। রাজসিক আহারে অহংকার অভিমান জাগে মনে। তামসিক আহারে কাম, ক্রোধ, নিদ্রা, আলস্য, হিংসা ইত্যাদি গুণের বৃদ্ধি হয়। মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, গাজর, ছত্রাক, মুসুর ডাল ইত্যাদি তামসিক খাদ্য। মুসলমান ধর্মগ্রন্থ মোস্কাবেৎ শরিফ এ মোহম্মদ বলছেন, সে পেঁয়াজ খাবে, সে যেন মসজিদের ত্রিসীমায় না আসে। শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল গ্রন্থে আছে—পেঁয়াজ খাওয়া গোমাংস আহারতুল্য। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙের বিবরণে আছে, তৎকালে কেউ পেঁয়াজ খেলে নগরে বাস করতে পারত না। তাকে নগরের বাইরে অচ্ছুৎপল্লীতে বাস করতে হত।

১০০

ইচ্ছামত চলা স্বাধীনতা নয়—
এতে সাধারণ মানুষ কখনো
শয়তানের হাত ধরে ঘোরে,
কখনো ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় চলে
কুৎসিত অন্ধকারের পথ ধরে ॥

১০১

রৌদ্রদগ্ধদিনে তরু দেয় ছায়া
পথিকের 'পরে,
দুর্দিনে মহৎ সান্ত্বনা দেন
আর্তের অন্তরে ॥

১০২

ইন্দ্রিয়ের দাস যত
দম্ভ করি ফিরে,
মূর্খ অর্বাচীনে ধরা,
সরা জ্ঞান করে॥

১০৩

ঈশ্বর ধরায় বাস করেও অধরা
কাছে থেকেও থাকেন অনেক দূরে
অগোচরে অন্তরপুরে—
তেমনি যিনি অনেকের মধ্যে বাস করেন
অথচ আকাশের মত নিরাসক্ত
সবার বন্ধু হয়েও বন্ধনমুক্ত—
চলেন ত্যাগ ও প্রেমের পথ ধরে,
তিনি বাস করেন সবার অন্তরে ॥

১০৪

আনুগত্য বিনা রিপু
বশ নাহি হয়,
স্বেচ্ছাচারী নাহি লভে
ব্রহ্ম পদাশ্রয় ॥

১০৫

মানুষের দান দু'দিনের
অভাব মিটায়,
ঈশ্বরের দান চিরকালের
অভাব ঘুচায় ॥

১০৬

দুষ্টলোক মাছির মত,
অন্যের দোষ-ত্রুটির
ক্ষত করে অন্বেষণ,
আর সাধু করেন
অন্যের গুণ দর্শন ॥

১০৭

রাতের অন্ধকার পালায়
দিনের আলোয়,
নামের অভয় আলোয় পালায়
মনের ভয় ॥

১০৮

প্রেম হৃদয়-গহনের
গোপন ধন,
অপার তার রস
অশেষ তার দহন ॥

১০৯

ঈশ্বরের আলো নিভিয়ে যারা
অন্ধকারে খোঁজে সুখের আলয়,
এরা পথহীন প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে
মৃত্যুর অন্ধকারে নেয় আশ্রয় ॥

১১০

অধিক আহারে হয়
দেহ জীর্ণ আর আয়ুক্ষয়,
খাদ্যবস্তু পরিপাকে
প্রাণ শক্তি করে অপচয় ॥

১১১

প্রেম নয়, গান নয়—
ধূলোমাখা প্রাণ,
মহতের সঙ্গে হয়
সেও মূল্যবান ॥

১১২

দিনের আলোর পদক্ষেপে
অন্ধকার সরে,
প্রেম এলে খোলসের মত
কাম খসে পড়ে ॥

১১৩

ভূমায় সুখ,
অল্পে বাড়ে শুধু
অভাব অতৃপ্তি
আত্মার অসুখ ॥

১১৪

যারা ধর্ম-কথা বহু শুনে বলে
কাজে করে না কো কিছু
দুর্ভাগ্য বন্ধুর মত তাহাদের
ছায়া হয়ে ফেরে পিছু পিছু ॥

১১৫

অসৎ সঙ্গে বাড়ে
মনের অন্ধকার,
সৎসঙ্গে খোলে
আনন্দের দুয়ার ॥

১১৬

শুভ মুহূর্তের মণি দিয়ে
মালা হ'লে গাঁথা,
মহাকালের মন্দিরে
কণ্ঠে ধরনে বিধাতা ॥

১১৭

ছায়া হ'য়ে করে বাস
অসংখ্য বাসনা,
মূর্তিরূপে মুক্তি দেয় তারে
অক্লান্ত সাধনা ॥

১১৮

চিত্ত যার সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত
সে, বীরের মতন বাঁচে,
পাপবিদ্ধ যার মন মাথা নিচু করে থাকে
সে সবার কাছে ॥

১১৯

আনন্দে মানুষ পরে
সংসারের ফাঁস,
দুঃখের অঙ্গারে জ্বলে–
সমস্ত জীবন
ফেলে দীর্ঘশ্বাস ॥

১২০

যে মানে না শাস্ত্র-কথা,
তার যায় জীবন বৃথা।
সৎ-এর হয় শোধন কথায়,
দুষ্ট শেখে লাঠির ঘায়॥

১২১

ধৈর্যহীন মনে মুহূর্তে
নিভে বিচারের আলো
বুদ্ধি পথ হারায়, মন্দ-ভালো
চেনার থাকে না শক্তি,
সুখের ছলনায় হয় প্রতারিত
একটু দুঃখের তাপে অভিভূত ॥

১২২

নারীকে যে ভক্তি করে
মায়া থেকে মুক্তি পায় সে,
পরমা প্রকৃতিরূপে
নারী নিত্য রহে তার পাশে ॥

১২৩

অতৃপ্তি জাগায় তৃষ্ণা আরো কিছু
মহৎ পাবার,
অসন্তোষ ছড়ায় পাপের বিষ
ক্ষোভের অঙ্গার—
অতৃপ্তি আনন্দ পেতে চায় বহুরূপে
দুশ্চর দুঃখের তপস্যায়,
অসন্তোষ অশান্ত লোভের তাড়নায়
অসংযত অভাব জানায় ॥

১২৪

ঈশ্বরের বিধানের অধীন হয়ে চলে তারা
সহজভাবে স্বভাবের মধ্যে করে বাস—
সে জন্য অনায়াসে কুঁড়ি হয় কুসুম—
বর্ণ রূপ গন্ধ বিলায়।
ছোটো পাখির ছানা একদিন হয় পাখি,
সে আকাশের নীলে,
আলোয় করে স্নান, গান গায়।
কঠিন আবরণ ভেদ করে
বেরিয়ে আসে গুটিপোকা,
সে হয় এক আশ্চর্য সুন্দর প্রজাপতি,
অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যে
লীলা-লাবণ্যে ঘোরে ফুলের পাড়ায়॥

শিশু তরু হয় বিশাল বৃক্ষ—আনন্দ-ছন্দে
মেলে দেয় ডাল পালা আকাশের নীলে
অফুরন্ত সবুজে কত ফুল ফলে হয় শোভিত
কিন্তু মানুষ বারবার লঙ্ঘন করে
বিধাতার মঙ্গল বিধান,
সে জন্য সব মানুষ সব সময় হয় না মানুষ
বহু জীবনকে অসুন্দর করে মাটির কলুষ॥

১২৫

যারা থাকে দলের ভিতর,
ওরা বলে মিথ্যা নিরন্তর।
যাদের নেই ভেদ বিরোধ,
চালায় তাদের সত্য-বোধ॥

[illegible]

১২৬

ইন্দ্রিয়ের দাস যারা আপনারে
শ্রেষ্ঠ মনে করে,—
কালের বিদ্রূপ রহে বিস্মৃতির ছাই
তাহাদের তরে ॥

১২৭

দুঃখের শীতে পাতা ঝরে
আবার আসে বসন্ত,
দুঃখের প্রসাদেই ঘটে
জীবনে দুঃখের অন্ত ॥

১২৮

আদর্শের মৃত্যু যেন
আত্মহত্যা সম—
গাঢ় অন্ধ তম,
আদর্শবিহীন জীবন
আলো-নেভা
দীপের মতন॥

১২৯

সৎ-এর এক পথ
সেজন্য একদিন সে পৌঁছে তার
আকাঙ্ক্ষার আলোর মন্দিরে।
শয়তানের অনেক পথ
সেজন্য চিরদিন সে
অন্ধকার পথে-পথে ঘোরে॥

১৩০

ঈশ্বরকে যে ভালবাসে
সবাই ভালবাসে তাকে,
ঘরের মানুষ হয় তার পর
দূরের মানুষ
তার কাছে আসে ॥

১৩১

যারা সত্যকে করে হনন
গোপন পাপের দহন,
সঞ্চারে যন্ত্রণা বিষ—
ব্যর্থ করে তাদের জীবন॥

১৩২

আগুন জ্বলছে কিন্তু উত্তাপ নেই,
তা আলো নয়—আলেয়া আলোর শিখা,
প্রেম আছে কিন্তু বৈরাগ্য নেই,
—তা প্রেম নয়, ছলনাময় মরীচিকা ॥

১৩৩

পাপ অন্ধকার পথে ঘোরে,
সত্য চলে রাজপথ ধরে ॥

১৩৪

বিষয় নিয়ে যে বেশি ঘাটায়,
তার বুক বিঁধে বিষের কাঁটায় ॥

১৩৫

বৃক্ষের সৌন্দর্য তার
পত্র-পুষ্প মধুগন্ধ ফলে,
মানুষ সুন্দর হয়
সত্য প্রেম ত্যাগের অনলে ॥

১৩৬

যে মন জলের মত
সুলভ সুখের ঢলে
নিরন্তর বহে চলে—
তার অন্তিম আশ্রয় হয়
দুঃখের অতলে ॥

১৩৭

রিক্ত পত্র ফুল-ফলহীন
শুষ্ক শাখার মতন,
কারো কাছে হয় না কো নত
ইতর উদ্ধত যেইজন ॥

১৩৮

নাম অমৃতের মূল
অমূল তরুর শাখায়
ফোটায় তা রসময় ফুল,
শ্রদ্ধাজ্ঞান ভক্তি শাখা মেলে
অপূর্বের দিব্য-ছন্দে
তরু নেয় রূপ বিরাট বিপুল ॥

১৩৯

নামে অভাব যায়, স্বভাব বদলায়
মাটির মানুষ হয় দেবতা
শক্তির মুক্তি, প্রেমের পূর্ণতা,
আর জ্ঞানের উদয়—
জীবনকে দেয় পরম জীবনের সন্ধান
অফুরন্ত অমৃত প্রসাদ করে দান॥

১৪০

দুঃখের মহৎ শিক্ষা
যে করে না গ্রহণ,
সে চির দুর্ভাগা।
বহুরূপে ছায়ার মতন
দুঃখ তার ফেরে পিছু পিছু—
সে হয় বারবার,
দুঃখের করুণ শিকার॥

১৪১

নিবাত প্রদীপের আলোতেই
দেখা যায় স্পষ্ট ছায়া,
তেমনি অচঞ্চল মনের আলোয়
জীবনের গভীর তত্ত্ব,
পরম সত্যের ফোটে ভাবময় কায়া॥

১৪২

অধরা আপনি দেন ধরা
নামের আলোয়,
প্রেমে হয় যুক্ত প্রাণ
দিব্যরসে চিত্ত মধুময় ॥

১৪৩

আনুগত্য ঈশ্বরের
কাছে পেঁছাবার
প্রধান সোপান,
দেবত্বের দুর্লভ
মহিমা করে দান ॥

১৪৫

সংসার ছায়া-মায়ায় গড়া
সত্য থাকে মায়ার গভীরে,
যে পেয়েছে সত্যের সংকেত—
সে বেগার খাটে না পঞ্চভূতের
উদয়াস্ত দয়াহীন সুখের তিমিরে ॥

১৪৫

অদাতা জানে না তার
জীবন রয়েছে বাঁধা
মরণের হাতে,
মন ঘিরে আছে তার অসুখের
ছায়াতে মায়াতে॥

১৪৬

নারীর* মন নদীর মত
সুখের সন্ধানে
ঘোরে বাঁকে বাঁকে,—
কেউ পায় না তাকে ॥

---

* অবিদ্যা শক্তি

১৪৭

আলো থেকে আলো জ্বলে
প্রাণ থেকে প্রাণ,
অন্তর শোধন করে মহতের
শুদ্ধ অনুধ্যান ॥

১৪৮৷

আগুনে না পোড়ালে প্রয়োজনের
সামগ্রী হয় না মাটির বাসন,
দুঃখের তাপ না পেলে সোনা হয় না
মাটির খাদ মেশানো মন,
দুঃখকে এড়াতে গেলে জীবন হয়
মূল্যহীন ধূলি মুষ্টির মতন ॥

১৪৯

যে জেনেছে সর্বশক্তিমান
তিনি বিশ্বনাথ,
ভিক্ষুকের মত
প্রসারিত করে না সে
অন্যের দুয়ারে
অবাঞ্ছিত প্রার্থনার হাত॥

১৫০,

মায়ার ঘরণী নারী
রহস্যের রাজ্য তার মন—
কখনো তা পাথরের স্তূপ,
কখনো তা অন্ধকার
মরণের কূপ ॥

১৫১

আশা গেলে মিটে
সকল আশা,
মন খুঁজে পায়
শান্তির বাসা ॥

১৫২

যিনি ধর্মের কথা বলেন
অথচ নিজে তা পালন করেন না
তিনি অধার্মিক অপেক্ষাও ভয়ংকর,
তিনি বর্ণচোরা—
শুধু নিজেরই অহিত করেন না,—
অন্যের অহিত করার পান প্রচুর সুযোগ

যিনি অন্যকে এ পথে চলতে করেন না উৎসাহিত,
ঘরের মানুষকে করেন না এ পথে পরিচালিত—
তিনি নামের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ,
তিনি ধার্মিক নন, ধর্মযন্ত্র;
অন্তর থাকে অনুপস্থিত শুধু করে যান
আচার অনুষ্ঠানগুলি,
খাঁচার পাখির মত তিনি বলে যান শেখানো বুলি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, 'যে পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ধর্মশিক্ষা দেন না, তিনি পিতা নন, মাতা নন। যে স্বামী স্ত্রীকে ধর্মশিক্ষা দেন না, তিনি স্বামী নন। যে স্ত্রী স্বামীর ধর্মপথে সহায় হন না, তিনি স্ত্রী নন। যে বন্ধু বন্ধুকে ধর্মপথে পরিচালিত করেন না, তিনি বন্ধু নন।'

মহাভারতে আছে, যেখানে ধর্ম, সেখানে জয়। ধর্মের রক্ষক স্বয়ং ভগবান।

শান্তি, সুখ, সম্মান, সম্পদ সমস্ত কিছুই ভগবানের দান। তিনি না দিলে কিছুই লাভ করা যায় না।

১৫৩

যারা শরীর সর্বস্ব—যাদের বুদ্ধির এলাকায়
বিচারের ভুবনে আত্মা অনুপস্থিত—
শান্তি, প্রেম, আনন্দ, গান—এসব তাদের কাছে
শুধু মূল্যহীন কিছু মাটির ঢেলা,
অর্থের শক্তিকেই তারা বড় করে দেখে,
রঙ-করা মিথ্যার পুতুল নিয়ে করে খেলা ॥

১৫৪

মৃত্যু যেন জীবনের ছায়া সহচর
নিঃশব্দে সে পিছুপিছু চলে নিরন্তর,
যে, দেখে তার ছায়া-মুখ পদধ্বনি শোনে
জীবনকে মূল্যবান তার হয় মনে।
শুভকর্মের কৌটোয়, চিন্তার মহলে—
মুহূর্তের মণিগুলো যত্নে রাখে তুলে॥

১৫৫

ঈশ্বর বন্ধন দিয়ে খোলেন বন্ধন—
বহুর মিলনে হয় মায়ামুক্ত মন.
অন্তরের সকল বন্ধন যায় টুটে
বহুরূপে আপনার রূপ ওঠে ফুটে ॥

১৫৬

বিষয়ীর মন শুধু
ধ্যান করে টাকা,*
সংসার ধু-ধু মরু
ট্যাঁক হলে ফাঁকা ॥

* অর্থচিন্তা ভিন্ন আত্মচিন্তা তাদের মনে সাড়া জাগায় না।

১৫৭

নামের আগুন নাশে পুঞ্জীভূত
অমঙ্গল রাশি,
অন্তর-অতল ওঠে আনন্দের
আলোয় উদ্ভাসি ॥

১৫৮

ক্লান্তিহীন পায়ে সুদীর্ঘ পথ চলে
প্রতীক্ষার দীপ জেবলে
সুদূর দেশের ব্যবধান
পার হয়ে কালের ব্যবধান--
মিলিত হতে পারে দু'টি জীবন,
কিন্তু আদর্শের ব্যবধান অতিক্রম করে
মিলিত হতে পারে না মানুষ
কোনো সুস্থির সুখের ঘরে ॥

১৫৯

ভোগী তার প্রয়োজনের অশান্ত তাগিদে
সর্বদা করে চলে বহু আয়োজন,
আর মহৎ বহুর আনন্দের আয়োজনে
আপন প্রয়োজন করেন বিসর্জন॥

১৬০

যেখানে লজ্জার বাঁধ, সেখানে অপূর্ণ থাকে সাধ,
গান হয়ে প্রাণ, প্রাণ হয়ে আলো আনন্দের পথে অবাধ
বিহারের পায় না সুযোগ, মিলনের পূর্ণতা-প্রসাদ।
যে সুখ চায়, ভোগ চায়,—সে লজ্জিত হয়ে থাকে
—লজ্জা কামের ছদ্মাবরণ,
প্রেমের তাপে কাম পুড়ে খোলসের মত গেলে খসে
ঝরে লজ্জার বসন,—
সেই মনে ঝরে ঈশ্বরের আলো, লজ্জার হলে অবসান,
আনন্দের জগতে করে সে অবাধ বিচরণ,
অজস্র আনন্দ ধারায় করে মুক্তিস্নান ॥*

---

* লজ্জা অতিক্রম করিতেই হইবে। লজ্জা থাকিলে কাহারো কিছু হইবে না। যেখানে বৈকুন্ঠ অর্থাৎ কুন্ঠা নাই—সেখানে ভগবান বাস করেন।— শ্রীশ্রীবিজয়মঙ্গল।

ভেদবুদ্ধি যাদের প্রবল তাদের লজ্জা, ঘৃণা ইত্যাদির সংস্কার অধিক।

১৬৯

বাইরের জগতকে দেখা যায়
সূর্যের আলোয়,
অন্তরের আলোয় পাওয়া যায়
ঈশ্বরের পরিচয় ॥

১৬২

অন্তিম আলোয় ঢাকা বিবর্ণ পাণ্ডুর
মৃতের মুখের দিকে যখন তাকাই,
আমরা কিছু পাই—
সে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আলো জ্বালে মনে
সেই আলোয় আমরা প্রবেশ করি
জীবনের গহনে।
কিন্তু মানুষ বড় দরিদ্র হয়ে বাঁচে—
কেউ ধনে, কেউ মনে,
যে দিতে চায়, পারে না দিতে অভাবে,
যে দিতে পারে, সে দেয় না স্বভাবে ॥

১৬৩

সূর্য আলো দেয় বাহিরে,
মহৎ আলো জ্বালেন অন্তরে ॥

১৬৪

মন যার যত রয় বশে,
পূর্ণ হয় তত ভাবে রসে ॥

১৬৫

চতুর যে মীন খেলে বেড়ায়—
রাতে গঙ্গা, দিনে যমুনায়,
বাস করে না ভাঙা ঘরে আর
পোষা দাস হয় পঞ্চভূত তার ॥

গঙ্গা, যমুনা—ইড়া, পিঙ্গলা। পঞ্চভূত—দেহের পঞ্চ উপাদান।

১৬৬

উজ্জ্বল খর জ্ঞানের খড়্গে
যার হয় তমোনাশ.
বাহির ভিতর সবই দেখে সে
ঘোচে তার মায়াপাশ ॥

।১৬৭

যে দাও দাও করে শুধু তার ঝুলি ভরে
মুষ্টি ভিক্ষার কণায়,
যে চায় না কিছু পূর্ণ হয় তার পাত্র
ঈশ্বরের দানের সোনায়॥

১৬৮

সুখ চেয়ে চেয়ে বাড়ে
অন্তরে অসুখ,
সুখে-দুঃখে উদাসীন যে—
সুখ পোষাপাখি হয়ে তার
ভরে রাখে বুক ॥

১৬৯

মৃত্যুরে যে সত্য বলে
করে অনুভব,
মৃত্যু করে যায় তার
বহুরূপে স্তব ॥

১৭০

যে পৃথিবীকে ভাবে পান্থশালা,
ঘরের মানুষকে ভাবে পথের বন্ধু
—তার বন্ধুর হয় না অভাব।
আপন মনে যে নিঃসঙ্গ
ঈশ্বর হন তার অন্তরঙ্গ—
আপন হাতে তুলে নেন তার
সকল বোঝার ভার॥

১৭১

দেহের চার-দেয়ালের মধ্যে যারা বাস করে
এরা ক্ষুদ্র মানুষ,
আত্মার অমর তীর্থলোকের যাঁরা অধিবাসী
এঁরা মহাপুরুষ ॥

১৭২

মৌমাছি পদ্মের মর্ম-কোষ থেকে
আহরণ করে মধু।
শরীরে নয়, যারা মনে মানুষ,
শাস্ত্র ও সাধুজনের কথা থেকে
তাঁরা খুঁজে নেন
—জীবনের অমৃত॥

১৭৩

উচ্চস্বরে হাঁকছে যারা স্বাধীনতার বাণী
হাজার পাশে বন্ধ তাদের মন,
যে জয় করেছে মন, সকল ভয় করেছে জয়
অগ্নিপ্রাণ স্বাধীন সেইজন॥

১৭৪

যত তুমি দেবে
তত ভার মুক্ত হবে,
লোক-চিত্তে
বেঁচে রবে অমর গৌরবে ॥

১৭৫

কাজ করে পয়সা নেয় কর্মী,
সে সুজন।
কাজ না করে পয়সা নেয় ভিক্ষুক,
সে অভাজন।
কাজে ফাঁকি দিয়ে যে পয়সা নেয়
সে দুর্জন.
সমাজের পংক
গৃহের কলংক॥

১৭৬

মানুষ স্বার্থের যূপে
হত্যা করে প্রেম আলো গান,
বাসনার অন্ধকার কূপে হয়—
স্বার্থপর মানুষের স্থান ॥

১৭৭

উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন যে নদী
হারা হয় পথহীন ঊষর প্রান্তরে—
ঈশ্বর থেকে বিযুক্ত জীবন
ক্ষমাহীন যন্ত্রণার অন্ধকারে ঝরে ॥

১৭৮।

কোথায় নেই আলো-সূর্যের
উদয়-অনুদয়,
যেখানে ভগবান বাস করেন
—ভক্তের হৃদয় ॥

'১৭৯

ঈশ্বরে নির্ভর যার,—
সে চলে বীরের মত
রাজপথ ধরে।
ঈশ্বর বিমুখ জন,
অনাত্মীয় অন্ধকার পথে
একা একা ঘোরে॥

১৮০।

প্রেমের আলোয় মন
অজানাকে জানে
আনন্দের সেতু রচে
অগমের পানে ॥

১৮১

ধু-ধু মরুভূমি
শুধু দিনে জ্বলে.
রাত্রির প্রশান্তি
আসে দিন গেলে।
কামনার অগ্নি
জ্বলে অহরহ,
তার দাহ তাই
অনেক দুঃসহ ॥

১৮২

যেমন রক্ত পুঁজের ঘ্রাণে চারিদিক থেকে
মাছি আসে উড়ে,
তেমনি স্বার্থান্বেষী হীনমন্য মানুষের
ভিড় হয় ধনীর ঘরে ॥

১৮৩

বৃক্ষ থেকে যে শাখা হয় খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন—
সেই শাখা, তার পাতা-পল্লব যায় শুকিয়ে
আর তাতে ফুল ফোটে না, ফল ধরে না—
তেমনি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন যে জীবন,
সেও বাড়ে না, কোনোদিন বড় হয় না—
মহৎ আত্মিক ঐশ্বর্যে হয় না ফলবান। '
দুঃখের কালো হাওয়ায়, দুঃসহ যন্ত্রণার তাপে—
একে একে ঝরে পড়ে তার দিনগুলি
হঠাৎ নিভে যায় অখ্যাত অন্ধকারে
আয়ুর আলো-শিখা মৃত্যুর ফুৎকারে॥

১৮৪

গুরু ভোজন
আর অনিয়ম
দেহ নাশে—
কর্ম নাশে—
যেন দুই যম ॥

১৮৫

আত্মচিন্তা আলোহীন
মানব জীবন,
উলূকের অন্ধকার
গর্তের মতন ॥

১৮৬

অতি ক্ষুদ্র কাঁটা
সেও দুঃখ দিতে জানে,
কেবল মহৎ পারেন
শান্তি দিতে প্রাণে॥

১৮৭

কাম লোভ দুটি রিপু
যেন রাহু-কেতু,
—জীবনের সাথে রচে
মরণের সেতু ॥

১৮৮

একাগ্র মনের আলো খুঁজে পায় পার
—জানা অজানার,
বহুমুখী মন শুধু ঘোরে পথে পথে
ছানে অন্ধকার* ॥

* বিজাতীয় আশয়, বহুগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি ধর্মপথের অন্তরায়।

১৮৯

বিষে দহে দেহ,
　　পাপে দহে মন—
অন্ধকার করে গ্রাস
　　সমস্ত জীবন॥

১৯০

প্রতীক্ষার পীতপত্রে ঢাকা হোক পথ,
—সংকল্পে যে রহে অবিচল,
সিদ্ধির দেবতা আসেন স্বর্ণ রথে তার
আনন্দের নিয়ে পূর্ণ ফল ॥

১৯১

সংসারীর মন যেন
    সূর্য-মোছা ঘন মেঘ কালো,
যেথা যায় ঢেকে যায়
    অবিরল আনন্দের আলো ॥

১৯২

অন্তর গুহায় ত্যাগ জ্বালে দীপ
শাশ্বত শান্তির,
প্রেম দেয় অশেষ আনন্দ-পূর্ণ
আস্বাদ মুক্তির ॥

১৯৩

নাম নিত্য, নিরাপদ নিধি
—অবিনাশী তার অধিকার,
আত্মার সাম্রাজ্য করে
অবিরাম অনন্তে বিস্তার ॥

১৯৪

তোমারি কানন হতে তুলে দেই
দুটি পুষ্পদল,
ঋণী হও তুমি, তুমি দাও
পরিপূর্ণ ফল ॥

১৯৫

শুধু চাই ভালো পরা
আর ভালো খাই,
সুখে পোষাপাখি সম
ভালো থাকা চাই,
শত শিখা মেলে তারে
দহে নাই-নাই,
সে অভাগা পায় না কো
কারো মনে ঠাঁই ॥

১৯৬

কাম ক্ষণ-মনোহরা
মূর্তিমতী মায়া,
প্রেম শুদ্ধ হৃদয়ের
রসময় কায়া ॥*

---

* কাম শারীরিক গুণের সামিল। বহির্মুখ থাকিলেই কাম, শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্তর্মুখ হইয়া পড়িলেই প্রেম। তখন আত্মার অঙ্গ অথবা আত্মা। শারীরিক গুণ সহজে ছাড়ে না। আহার সংযম একমাত্র উপায়।

শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ। ৫ম খণ্ড।

১৯৭

ছলনার জতুগৃহে
মিথ্যা করে বাস,
অন্ধকার পথে ডেকে
আনে সর্বনাশ॥

১৯৮

প্রেম করে শত দুঃখ
আনন্দে বরণ,
প্রেমহীন সোহাগ চুম্বন
শত বৃশ্চিক দংশন ॥

১৯৯

আলস্য দুঃখের জননী,
সন্তান দুর্ভাগ্য ॥

২০০

অসত্যের ঘরে,
পাপ ও পতন তারা
দুই ভাই ঘোরে ॥

২০১

সামান্য ধূলির ধন যত চাই—
যাও তত সরে,
সব চাওয়া শেষ হলে পর
সখা হয়ে চল হাত ধরে ॥

২০২

আমরা যত শক্ত করেই ধরি মুঠি,
তবু সব কেড়ে নেয় মৃত্যু এসে—
ছাড়তে না চাইলেও
তার বজ্রমুষ্ঠির চাপে সকল বন্ধন খসে।
মৃত্যু যখন কেড়ে নেয় আমাদের অধিকার
সে রেখে যায় না কোনো সান্ত্বনা।
সম্মুখে থাকে শুধু আদিগন্ত অন্ধকার।
কিন্তু নিজের হাতে যখন তুলে দেই
আমাদের সম্পদ রাশি বহুর কল্যাণে
আমরা বহু মনের পাই প্রসাদ,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ॥

২০৩

বহু শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করেছেন,
অথচ নিজে ঋষিপন্থা করেন না অনুসরণ—
যোগ্য আধার জেনেও অন্যের প্রয়োজনে করেন না
উন্মুক্ত আপন জ্ঞানের ভাণ্ডার,
অসত্যের অন্ধকারে বিচরণশীল ব্যক্তিকে,
কারো ভ্রান্তির মুহূর্তে
আলো দেখান না সত্যের দিকে,
আপন জ্ঞানে যদি আলোকিত হয় না অন্তর
তার শাস্ত্রজ্ঞান শুধু বৃথা নয়—
অজ্ঞতা অপেক্ষাও অনিষ্টকর,
অজ্ঞান অন্যকে আলো দিতে পারে না,
কিন্তু আলো পেতে চায়,
আর ইনি দিতে চান না,
পেতেও চান না আলো আপন আত্মায় ॥

২০৪

নির্জনে না থাকলে নিজকে জানা যায় না,
অন্তরের অপরূপ ধ্বনি-গান যায় না শোনা—
চেতনার গভীরে আছে যে জ্ঞানময়, আনন্দময়
এক বিশাল জগত—নির্জন মনের আলোয়
সেই অদেখা জগতকে, অজানাকে যায় জানা
বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বর্ণধূলি, দুর্লভ ভাব-কান্তি কণা
নির্জনে হয় ঘনীভূত—মূর্তি নেয় চুপে চুপে
গভীর জ্ঞানের, অনিন্দ্য আনন্দের রূপে।
যা নাগালের বাইরে, বুদ্ধির অতীত—সেখানে
অনায়াসে আমরা পেঁছি নির্জন মনের ধ্যানে,
ধ্যানের আলোয় স্নান করে হই সুস্থ, সুন্দর—
আনন্দের স্বাদ, অমৃতের স্পর্শ পাই প্রাণে ॥

২০৫

বই পড়া পণ্ডিত যাঁরা অপ্রয়োজনে
তাঁরা বলেন বহু কথা।
নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য,
আবার কারো প্রয়োজনে
অহংকারে থাকেন নীরব,
তাঁরা যা বলেন তা করেন না,
অন্তরে সত্যকে জানেন নি;
যা করেন, তা বলেন না—
অসত্যের মূর্তিগুলো দিনের আলোয়
নিজের কাছেও বড় কুৎসিত ঠেকে

যাঁদের মনে দিব্যজ্ঞানের
আলো জ্বলছে, নিরন্তর তাঁরা
নিজকে রাখেন ঢেকে,
কথা বলেন কম, আবার অন্যের
প্রয়োজনে বলেন বহু কথা,
সুখ-দুঃখে দেন সাড়া,
তিনি নিরভিমান।
তিনি যা বলেন, তাই করেন—
অন্তরে তিনি সত্যকে পেয়েছেন—
তাই করেন তার অনুসরণ।
তিনি যা জানেন না, তা করেন না—
কেন না, অনিশ্চিত অন্ধকারে
পা ফেলা বিপদজনক॥

২০৬

সোনার পর্বতমালার চেয়ে
একটি মহৎ মনের
মূল্য অনেক বেশি,
সোনার পর্বত মানুষকে
কতটুকু দিতে পারে ?
শান্তি, আনন্দ, গান, প্রেম—এতো পণ্যের মত
কোনো হাটে বিকায় না।
কোনো মহৎ প্রাণ থেকে মানুষ তার এই
প্রাণের দুর্লভ সম্পদ পায়,
একটি মহৎ প্রাণের আলো যুগ থেকে
যুগান্তরে করে বিকীর্ণ ॥

যে মহতের কাছেই আসে, যে দূরে থাকে—
    সেও তার কাছ থেকে কিছু পায়,
তার স্মরণে মানুষ হয় সুন্দর
    মননে মধুর—
  দেশকালের মধ্যে সীমিত নয় তার প্রাণ,
অশেষ তার কল্যাণধর্ম অফুরন্ত তার দান॥

২০৭

আত্মহত্যা মহাপাপ, যে আত্মাকে হত্যা করে
তার পাপ আরো অনেক, অনেক বড়
লোভের তাড়নায়, শক্তির মদে, মর্যাদার গর্বে
যখন সত্য, প্রেম, পবিত্রতা,
শ্রদ্ধা শুভবুদ্ধি প্রভৃতি
মনের মহৎ বৃত্তিগুলো যায় মরে।—

এ মৃত্যু সহস্র মৃত্যুর অধিক,
সে শুধু নিজেই
অতল অন্ধকারে হারিয়ে যায় না,
ঈশ্বরের পৃথিবীর অনেক আলো
সে নিভিয়ে দেয়
তার মনের কালি মেখে
নির্মল আকাশ করে কালো—
অনেক মনে সে ছড়ায় পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ,—
অন্ধকারের যূপে
অনেক জীবনের আলো করে হত্যা ॥

২০৮

ঈশ্বর কি নির্দয়, তাঁর পৃথিবীতে
কত কান্না, কত দুঃখ,
নিরাশার অন্ধকার—কী হবে তাঁকে ডেকে ?
শাস্ত্র মহাজনবাক্যের পুরানো মধু চেখে ?
অবুঝ ক্ষোভে, দুঃখে অথবা
শয়তানের মন্ত্রণার ফলে,
এ সব কথা কেউ যখন বলে :
তখনো তার মাথার উপরে জ্বলছে
আকাশ ভরা আলো—আলোয় করছে স্নান।

এত আলোয়ও সে দেখতে পায় না
ঈশ্বরের অনন্ত আনন্দের আয়োজন :
তখনো তার জন্য রয়েছে
মায়ের বুকে স্নেহের মধু,
ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা উৎকণ্ঠিতা বধূ—
বাড়ির আঙিনা আলো করে
শিশুর মুখে হাসি
আপন বুকে আলোর জন্য কান্না,
প্রেমের জন্য স্বপ্ন,
অন্নদা পৃথিবীর ভাণ্ডার-ভরা
শষ্য, কত ফুল ফল রাশি,
ঈশ্বর কী দেন ? এই শুনে পাথর
গলে, নদী হয় মুখর
উদার আকাশে জ্বলে অনন্ত হাসি ॥

ঈশ্বর কী দেন ? কী হয় তাঁকে ডেকে ?
অসার ত্যাগ তপস্যা,
অলীক আশায় গাঁথা ভক্তির বুলি,
অকাজের কথায় ভরা অতীত দিনের ঝুলি—
পেঁচার মত যারা অন্ধকারের বাসিন্দা—
ওরা এই বলে।
ওরা দেখতে পায় না
কালের রাজপথ ধরে চলেছে
যে মহান-মানুষের মিছিল
রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, মুসা, বিজয়কৃষ্ণ
আরো যাঁরা সভ্যতার অঙ্গনে
পরা শান্তি, পরা জ্ঞান ও প্রেমের
আলো জেবলে রেখেছেন—
যাঁদের ধ্যানে গড়ে উঠেছে শিল্প, কাব্য, দর্শন
অন্যান্য চিন্তার ফসলে পূর্ণ হয়েছে
বিশাল সমাজ-সংস্কৃতি-ভবন॥

দুঃখেরও আছে এক মহৎ ভূমিকা,—
পউষের শীতে পাতা ঝরে,
আবার হয় নতুন পাতা—
গাছ তাই বড় হয়, বাড়ে
পাপড়ি ঝরে পড়ে—
ফুল হয় রসের ফল, মাটির অন্ধকারে
বীজ পচে বাঁচে অমর অংকুরে,
একটি প্রাণ যদি অকালে ঝরে
প্রাণের কান্নায় তখন প্রাণ গলে—
মনের মাটি ভিজে হয় সরস,.
সোনা ফলে সেখানে,
সব ধূলো মোছে কান্নার ধারায়,
অনিন্দ্য রূপ ফোটে প্রাণে।

দুঃখের আলোয় মানুষ সত্যকে চেনে,
দুঃখের প্রহারে
অনিত্যের মায়া আবরণ
খোলসের মত পড়ে খসে
আত্মা ডানা ভাসায় আনন্দের পারে ॥
ইঁদুরের মত ধূর্ত, কীটের মত কুটিল,
মাছির মত রক্ত ক্লেদে মত্ত মানুষ
আর যারা শূণ্যেগর্ভ রঙকরা সময়ের ফানুস
সৃষ্টির অপচয় কালের খড়-কুটোয় গড়া
অন্ধকারে ঢাকা যাদের বুক—যাদের দু'চোখ,
দেখতে পায় না তারা ঈশ্বরের করুণাকে,
বাঁকা বিদ্রূপে নিজের
অন্ধকার মনের কবন্ধ ছবি আঁকে ॥

২০৯

যিনি নিজের জন্য বাঁধেন না ঘর,
    অথচ সব ঘরে আছে তার ঠাঁই,
কারো দিকে বাড়ান না হাত—
    তার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে সর্বদাই।
ঘর নেই তার, অথচ কতজনকে দেন—
ঘরের ঠিকানা, পেঁাছে দেন আনন্দ-মন্দিরে।
মুক্ত পক্ষীর মত করেন বিচরণ,
অথচ শান্তির ছায়া,—
তার ওপর থেকে কখনো যায় না সরে।
নিঃস্ব কাঙাল হয়ে
সবচেয়ে মহৎ সম্পদ করেন দান—
সকল উপাধি, পদের গৌরব ছেড়ে
    সবার কাছে পান মান।

দুঃখের তপস্যা করেন,
দুঃখ তার কাছ থেকে সর্বদা থাকে দূরে,
সর্বহারা—অথচ অনুক্ষণ
সব পাওয়ার আনন্দ
বিরাজ করে তার হৃদয়পুরে।
প্রতিষ্ঠা চান না. বহুর অন্তরে
তার জন্য থাকে প্রতিষ্ঠার আসন,
ঐশ্বর্যের পশ্চাতে ঘোরে মানুষ,—
ঐশ্বর্য ঘোরে তার পশ্চাতে
অথচ সকল ঐশ্বর্যকে পরিহার করে চলেন,
কে তাঁর মত ঐশ্বর্যবান ?
তিনি বাস করেন আত্মাতে,
আপনাকে রাখেন সকলের অগোচর,
যিনি ঐশ্বর্য দেখান, তিনি তা হারান—
অবশেষে ভগবানকেও ভুলে যান॥

২১০

ঈশ্বর আকাশকে রেখেছেন অনেক দূরে,
আবার তা মিশে আছে মাটির 'পরে।
মাটিকে করেছেন কঠিন, তরল আকারহীন জলে
কঠিন মাটির তৃষ্ণা মেটে, নরম হয় তা গলে।
•রৌদ্র তাপে মাটি শুকায়, পাতা শুকায়
আবার ফুল ফোটে গাছের শাখায়,
কেউ মরে বিষের ডরে,
সাপ বিষের গর্ব নিয়ে ফেরে।

মাটির অন্ধকারে বীজ ফোটে
অমর প্রাণের অঙ্কুরে,
বাড়ে মাটির স্নেহে, দিনে দিনে বড় হয়—
কারো মাটির স্পর্শে
ভঙ্গুর অঙ্গের অস্তিত্বের হয় ক্ষয়।
যারা বাস করে মাটির অভ্যন্তরে,
উদার আকাশে, আলোয় তারা যায় ঝরে—
কেউ বাঁচে ফুলের মধু খেয়ে,
কেউ মধু খেয়ে মরে।
ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি বিচিত্র—
অব্যর্থ তার এ নিয়ম :
সোনার মলিনতা যায় আগুণে,
বস্ত্রের মলিনতা ক্ষারে—যায় না অন্য কিছুতে,
তেমনি মনের ময়লা কাটে
শুধু নাম -নাম—নামের অমৃতে ॥

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা